আমাদের সময়

তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

■ শিবগঞ্জে পরীক্ষার খাতা গায়েব

জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করুন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড– এই মেরুদণ্ড নিয়েই চলছে অবহেলা। রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা, যা খুবই দুঃখজনক। আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের হেফাজতে থাকা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সাড়ে পাঁচ হাজার খাতা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলবঞ্চিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করলে এ ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে গত ১৯ জানুয়ারি। এরপর প্রথমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত ফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যার কারণে গত ২৪ জানুয়ারি খাতা উধাও হওয়ার ঘটনাটি তদন্ত করতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। প্রশ্ন হচ্ছে– কাদের কারসাজিতে খাতাগুলো উধাও হলো? বড় ধরনের অবহেলা না থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না।

উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী-২০১৫ পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ফল অনুযায়ী, যাদের ফল আশানুরূপ হয়নি– তাদের ২০০ টাকা মূল্যায়ন ফি জমা সাপেক্ষে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আবেদনকারীদের খাতাগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানোর শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং ২১ জানুয়ারি পুনর্মূল্যায়নের ফল ঢাকায় পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল। বিভিন্ন উপজেলা থেকে খাতা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানো হলেও শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাদের খাতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় শতাধিক খাতা পাঠাতে ব্যর্থ হন। আর এ সময়ই খাতা উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানতে পারেন। দায়িত্বে অবহেলার কারণে খাতা গায়েব হয়েছে, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছে? শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতারণার প্রহসন থেকে মুক্তি দিতে প্রকৃতই খাতা পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। খাতা উধাও হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে শুধু কমিটি গঠন নয়– কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এ ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত থাক না কেন, তাদের শনাক্ত করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে।